চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ বুঝি বাক্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়

নিচের গদ্যাংশটি এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০-১৯৫১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশ। এটি লেখকের 'ভবিষ্যতের বাঙালি' বই থেকে নেওয়া। এস. ওয়াজেদ আলি উনিশ শতকের একজন সাহিত্যিক। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'পুলদাস্তা', 'মোটরযোগে রাঁচি সফর' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ

এস. ওয়াজেদ আলি

মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারে না; সামাজিক স্বার্থের আকর্ষণও সে অনুভব করে। নিজের স্বার্থের এবং সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা আর পরার্থপরতা—দুটি মানুষের প্রকৃতিগত। আর একে ভিত্তি করেই তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, কোনো কোনো মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড়ো আকারে, কারো মধ্যে সামাজিক স্বার্থ বড়ো আকারে দেখা দেয়। যাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা ধনী হয়, বিষয়-সম্পত্তি করে, নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের কাছে সামাজিক স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা দেশপ্রেমিক হয়, দশের মঞ্চালের জন্য সাধনা করে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বলাবাহল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণির মানুষের উপরেই সমাজের মঞ্চাল এবং উন্নতি নির্ভর করে। তাদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতাই সমাজকে জীবনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়, আর তাদের অবসাদ ও নিরুৎসাহ সমাজের পতন এবং মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষে আর পশুতে তফাত এই যে, মানুষের জীবন চিন্তার দ্বারা এবং পশুর জীবন দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হয়। মানুষ যত উচ্চে উঠতে থাকে—চিন্তার, ভাবের প্রভাব তার জীবনে ততই বাড়তে থাকে। সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের মানেই হচ্ছে চিন্তার বিকাশ, ভাবের সম্প্রসারণ।

প্রত্যেক যুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের একটা না একটা আদর্শ, একটা না একটা পরিকল্পনা নিয়ে তার বেষ্টনীর সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হলো তার মনের ইতিহাস; তার বিভিন্ন আদর্শের, তার বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং লয়ের ইতিহাস; এবং তার বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিকল্পনার, দদ্বের, মিলনের ও সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই যে দ্বুদ্ব, সংমিশ্রণ আর মিলন—এ অবিরামভাবে চলেছে আর চিরকালই চলবে। এই দ্বুদ্ব, এই সংগ্রামে সেই ভাব, সেই পরিকল্পনাই জয়ী হয়—যা দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী। যে ধারণা বা পরিকল্পনায় এ উপযোগিতার অভাব ঘটে, সেটি শেষে পরাভূত হয়; এবং সমাজদেহ থেকে

সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়; না হয়, সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার করে পড়ে থাকে। মানবেতিহাসের রঞ্চামঞ্চে এইরূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন পরিকল্পনা এসেছে, দুদিনের জন্য নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তারপর হয় মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, না হয় নায়কের ভূমিকা ছেড়ে কোনো ক্ষুদ্রতর ভূমিকা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

৪.১.১ বিভিন্ন গঠনের শব্দ খুঁজি

উপরের গদ্যাংশটি থেকে কমপক্ষে দুটি করে সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দ শনাক্ত করো। ১ম কলামে শব্দ লিখবে, ২য় কলামে শব্দটিকে ভাঙবে এবং ৩য় কলামে শব্দটি কীভাবে গঠিত তা লিখবে। লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঞ্চো আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। তিন ধরনের গঠিত শব্দের একটি করে উদাহরণ দেখানো হলো।

গঠিত শব্দ	শব্দটি ভাঙলে যেমন হবে	কীভাবে গঠিত
সমাজজীবন	সমাজ+জীবন	সমাসের মাধ্যমে
সম্প্রসারণ	সম্+প্রসারণ	উপসর্গের মাধ্যমে
সামাজিক	সমাজ+ইক	প্রত্যয়ের মাধ্যমে
সুখ-দুঃখ	ু সুখ+দুঃখ	সমাসের মাধ্যমে
বিষয়-সম্পত্তি	বিষয়+সম্পত্তি	সমাসের মাধ্যমে
অধিকার	অধি+কার	উপসর্গের মাধ্যমে
ইতিহাস	ইতি+হাস	উপসর্গের মাধ্যমে
প্রভাব	প্র+ভাব	উপসর্গের মাধ্যমে
দৈনিক	দিন+ইক	প্রত্যয়ের মাধ্যমে
ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্র+তর্	প্রত্যয়ের মাধ্যমে
নায়ক	নী+অক্	প্রত্যয়ের মাধ্যমে

শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের প্রধান উপায় তিনটি: সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়।

ক, সমাস

সমাস শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। দুটি শব্দ মিলে যখন একটি শব্দে পরিণত হয়, তখন তাকে সমাস বলে। সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: মা+বাবা=মা-বাবা; সিংহ+আসন=সিংহাসন; ঘি+ভাজা=ঘিয়েভাজা; নীল+পদ্ম=নীলপদ্ম; অরুণ+রাঙা=অরুণরাঙা; রাজা+পথ=রাজপথ।

সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দকে বলা হয় সমস্তপদ। উপরের উদাহরণগুলোতে মা-বাবা, সিংহাসন, ঘিয়েভাজা, নীলপদ্ম, অরুণরাঙা ও রাজপথ—এগুলো সমস্তপদ। সমস্তপদের দুটি অংশ—পূর্বপদ ও পরপদ। এখানে মা, সিংহ, ঘি, নীল, অরুণ, রাজা হলো পূর্বপদ এবং বাবা, আসন, ভাজা, পদ্ম, রাঙা, পথ হলো পরপদ।

সমাস-সাধিত শব্দকে ব্যাখ্যা করা হয় যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যেমন: 'মা-বাবা'র ব্যাসবাক্য—মা ও বাবা, 'সিংহাসন' শব্দের ব্যাসবাক্য—সিংহ চিহ্নিত আসন, 'ঘিয়েভাজা' শব্দের ব্যাসবাক্য—ঘিয়ে ভাজা, 'নীলপদ্ম' শব্দের ব্যাসবাক্য—নীল যে পদ্ম, 'অরুণরাঙা' শব্দের ব্যাসবাক্য—অরুণের মতো রাঙা, 'রাজপথ' শব্দের ব্যাসবাক্য—পথের রাজা।

নিচে কিছু সমাস-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

শব্দ+শব্দ	সমাস-সাধিত শব্দ	ব্যাসবাক্য
জমা+খরচ	জমা-খরচ	জমা ও খরচ
স্বর্গ+নরক	স্বৰ্গ-নরক	স্বৰ্গ ও নরক
হাত+পা	হাত-পা	হাত ও পা
উনিশ+বিশ	উনিশ-বিশ	উনিশ ও বিশ
চোখে+মুখে	চোখে-মুখে	চোখে ও মুখে
খাস+জমি	খাসজমি	খাস যে জমি
আলু+সিদ্ধ	আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু
বিজয়+পতাকা	বিজয়-পতাকা	বিজয় নির্দেশক পতাকা
কাজল+কালো	কাজল-কালো	কাজলের মতো কালো
মুখ+চন্দ্ৰ	মুখচন্দ্ৰ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়
বিষাদ+সিন্ধু	বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু
ছেলে+ভুলানো	ছেলে-ভুলানো	ছেলেকে ভুলানো

গাছ+পাকা	গাছপাকা	গাছে পাকা
মধু+মাখা	মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা
রানা+ঘর	রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর
গরু+গাড়ি	গরুরগাড়ি	গরুর গাড়ি
গা+হলুদ	গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
কান+কান	কানাকানি	কানে কানে যে কথা
চতুঃ+ভুজ	চতুৰ্ভুজ	চার ভুজ যে ক্ষেত্রের

8.১.২ সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন করি

নিচের শব্দগুলোর আগে বা পরে অন্য শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ বানাও। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। একটি নুমনা করে দেখানো হলো।

শব্দ	আগে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ	পরে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ
বাগান	ফুলবাগান	বাগানবাড়ি
বই	পাঠ্যবই	বইপত্র
আকাশ	নীল আকাশ	আকাশপথ
তেল	আঁতেল	তেলবাজ
হাত	অজুহাত	হাতটান
মুখ	চন্দ্রমুখ	মুখরোচক
ঘর	রান্নাঘর	ঘরবাড়ি
রাস্তা	চৌরাস্তা	রাস্তাঘাট
ফল	আতাফল	ফলবান

এভাবে নিজেরা শব্দের আগে-পরে শব্দ যোগ করে নতুন নতুন শব্দ বানানোর খেলা খেলতে পারো।

খ উপসর্গ

যেসব শব্দের প্রথম অংশ সাধারণত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে, সেসব শব্দকে বলা হয় উপসর্গ-সাধিত শব্দ। উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: পরা+জয়=পরাজয়; পরি+তাপ=পরিতাপ; বি+ফল=বিফল; আ+কাল=আকাল; উপ+গ্রহ=উপগ্রহ।

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: 'দান' শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন: অব+দান=অবদান, প্রতি+দান=প্রতিদান, প্র+দান=প্রদান ইত্যাদি।

নিচে কিছু উপসর্গ-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

উপসর্গ+শব্দ	নতুন শব্দ	উপসর্গের অর্থ-দ্যোতনা
অ+কাজ	অকাজ	অনুচিত
অতি+কায়	অতিকায়	ৰৃহৎ
অধি+বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা+বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
অনু+গমন	অনুগমন	পিছনে
অপ+কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
অব+দান	অবদান	বিশেষ
আ+রক্তিম	আরক্তিম	সামান্য
উৎ+ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	উর্ধে
উপ+কূল	উপকূল	নিকট
কু+পথ	কুপথ	অসৎ
গর+হাজির	গরহাজির	বিপরীত
দর+দালান	দরদালান	মধ্যে
দুঃ+শাসন	দুঃশাসন	খারাপ
দুর্+মূল্য	দুর্মূল্য	বেশি
দুস্+প্রাপ্য	দুস্থাপ্য	অল্প
না+লায়েক	নালায়েক	অপূর্ণ
নি+খাদ	নিখাদ	নেই এমন

-	
নিঃশেষ	পুরোপুরি
নিৰ্গমন	বাইরে
নিস্তর্ঞা	নেই এমন
নিমরাজি	প্রায়
পরাজয়	বিপরীত
পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
পাতিহাঁস	ছোটো
প্রগতি	প্রকৃষ্ট
প্রতিহিংসা	পালটা
বদমেজাজ	উগ্ৰ
বিজ্ঞান	বিশেষ
বেদখল	হারানো
ভরপেট	পূৰ্ণ
সঠিক	পুরোপুরি
সংযোজন	একত্র
সুদিন	ভালো
হাভাত	অভাব
	নির্গমন নিস্তরঞ্চা নিমরাজি পরাজয় পরিত্যাগ পাতিহাঁস প্রগতি প্রতিহিংসা বদমেজাজ বিজ্ঞান বেদখল ভরপেট সঠিক সংযোজন

৪.১.৩ উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের ছকের প্রথম কলামে কয়েকটি উপসর্গ দেওয়া হলো। এসব উপসর্গের সঞ্চো যুক্ত হয় এমন শব্দ মাঝের কলামে লেখো। তৃতীয় কলামে লেখো উপসর্গ-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের উপসর্গ-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

উপসৰ্গ	भ्वम्	উপসৰ্গ-সাধিত শব্দ
অ+	চেনা	অচেনা
অতি+	মারি	অতিমারি

অধি+	কার	অধিকার
অনা+	বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অনু+	রূপ	অনুরূপ
অপ+	মান	অপমান
অব+	রোধ	অবরোধ
আ+	জীবন	আজীবন
উৎ+	ক্ষিপ্ত	উৎক্ষিপ্ত
উপ+	গ্ৰহ	উপগ্ৰহ
<u> </u>	কথা	কুকথা
গর+	মিল	গরমিল
দর+	দালান	দরদালান
पू8+	সময়	দুঃসময়
पूर्+	মূল্য	দুৰ্মূল্য
पू ञ् +	প্রাপ্য	দুস্প্রাপ্য
না+	বালক	নাবালক
নি+	বারণ	নিবারণ
નિશ+	শেষ	নিঃশেষ
নির্+	আকার	নিরাআকার
নিস্+	তরঙ্গ	নিস্তরঙ্গ

নিম+	রাজি	নিমরাজি
পরা+	শক্তি	পরাশক্তি
পরি+	সীমা	পরিসীমা
পাতি+	হাঁস	পাতিহাঁস
선+	গতি	প্রগতি
প্রতি+	ধ্বনি	প্রতিধ্বনি
বদ+	মেজাজ	বদমেজাজ
বি+	শেষ	বিশেষ
বে+	তার	বেতার
ভর+	পেট	ভরপেট
স+	ঠিক	সঠিক
সম্+	রাজ	সম্রাট
 젓+	मि न	সুদিন
হা+	ভাত	হাভাত

গ. প্রত্যয়

যেসব শব্দের প্রথম অংশ অর্থযুক্ত এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন, সেসব শব্দকে বলা হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ। যেমন: দিন+ইক=দৈনিক। এখানে 'দিন' শব্দের পরে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ 'দৈনিক' তৈরি হয়েছে। এভাবে প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দের উদাহরণ: পড্+উয়া=পড়ুয়া; চল্+অন্ত=চলন্ত; ফুল+দানি=ফুলদানি; ঢাকা+আই=ঢাকাই ইত্যাদি।

খেয়াল করো, উপরের প্রথম দুটি শব্দের প্রথম অংশ 'পড্' এবং 'চল্' হলো ক্রিয়ামূল। ক্রিয়ামূলের সঞ্চো যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে কৃৎপ্রত্যয়। এখানে 'উয়া' ও 'অন্ত' হলো কৃৎপ্রত্যয়।

আবার পরের দুটি শব্দের প্রথম অংশ 'ফুল' ও 'ঢাকা' হলো নামশব্দ। নামশব্দের সঞ্চো যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। এখানে 'দানি' ও 'আই' হলো তদ্ধিত প্রত্যয়।

প্রত্যয়-সাধিত কিছু শব্দের নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

শব্দগঠন	প্রত্যয়-সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
পঠ্+অক	পাঠক	কৃৎ প্রত্যয়
দুল্+অনা	দোলনা	কৃৎ প্রত্যয়
মান্+অনীয়	মাননীয়	কৃৎ প্রত্যয়
উড্+অন্ত	উড়ন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বাঘ+আ	বাঘা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাবনা+আই	পাবনাই	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়ি+আন	গাড়োয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিবি+আনা	বিবিয়ানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাবু+আনি	বাবুয়ানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাল্+আনো	চালানো	কৃৎ প্রত্যয়
পাগল+আমি	পাগলামি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভিখ+আরি	ভিখারি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোমা+আরু	বোমারু	তদ্ধিত প্রত্যয়
জমক+আলো	জমকালো	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাজ্+ই	ভাজি	কৃৎ প্রত্যয়
বিজ্ঞান+ইক	বৈজ্ঞানিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কণ্টক+ইত	কণ্টকিত	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঠ্+ইত	পঠিত	কৃৎ প্রত্যয়
নীল+ইমা	নীলিমা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঞ্জ+ইল	পঞ্জিল	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাণ+ঈ	প্রাণী	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাষ্ট্র+ ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্ধিত প্রত্যয়

মিশ্+উক	মিশুক	কৃৎ প্রত্যয়
পভ্+উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ প্রত্যয়
ঘর+উয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রিকশা+ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছাপা+খানা	ছাপাখানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৃ+তব্য	কর্তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দীর্ঘ+তম	দীৰ্ঘতম	তদ্ধিত প্রত্যয়
শনু+তা	শত্রুতা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাট্+তি	কাটতি	কৃৎ প্রত্যয়
কবি+ত্ব	কবিত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
অংশী+দার	অংশীদার	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধ্+না	রান্না	কৃৎ প্রত্যয়
গিন্নি+পনা	গিন্নিপনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধান্দা+বাজ	ধান্দাবাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দয়া+বান	দয়াবান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুদ্ধি+মান	বুদ্ধিমান	তদ্ধিত প্রত্যয়
সুন্দর+য	সৌন্দর্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
মধু+র	মধুর	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঘ+লা	মেঘলা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানান+সই	মানানসই	তদ্ধিত প্রত্যয়

8.১.৪ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের ছকের দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি প্রত্যয় দেওয়া হলো। প্রথম কলামে এমন কিছু ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ লেখো যেগুলো এসব প্রত্যয়ের সঞ্চো যুক্ত হয়। তৃতীয় কলামে লেখো প্রত্যয়-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের প্রত্যয়-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ

বাংলা

দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ	প্রত্যয়	প্রত্যয়-সাধিত শব্দ
শিক্ষা	+অক	শিক্ষক
কাঁদ্	+ অনা	কান্না
<u>aé</u>	+অনীয়	শোচনীয়
ফুট	+ অন্ত	ফুটন্ত
জল	+আ	জলা
চোর	+আই	চোরাই
জানা	+আন	জানান
বাবু	+আনা	বাবুয়ানা
বাবু	+আনি	বাবুআনি
জানান	+আনো	জানানো
পাগল	+আমি	পাগলামি
<u> </u>	+আরি	<u> मिशा</u> त्रि
বোমা	+আরু	বোমারু
ধার	+আলো	-धानस्मा शिवाली
গোলাপ	+₹	গোলাপি
নগর	+ইক	নাগরিক
দুঃখ	+ইত	দুগ্নখিত
नीम	+ইমা	नीनिमा
ফেন	+ইল	ফেনিল

জ্ঞান	+ঈ	জ্ঞানী
রাষ্ট্র	+ ঈয়	রাষ্ট্রীয়
ূলাজ	+উক	লাজুক
মাছ	+উয়া	মাছুয়া
বাড়ি	+ওয়ালা	বাড়িওয়ালা
ছাপা	+খানা	ছাপাখানা
গম	+তব্য	গন্তব্য
উচ্চ	+তম	উচ্চতম
সৎ	+তা	সততা
ভজ্	+তি	ভক্তি
মহৎ	+3	মহত্ত্ব
অংশী	+দার	অংশীদার
ফাৎ	+না	ফাৎনা
সতি	+পনা	সতীপনা
ধোঁকা	+বাজ	ধোঁকাবাজ
জ্ঞান	+ বান	জ্ঞানবান
বুদ্ধি	+মান	বুদ্ধিমান
সেনা	+য	সৈন্য
মধু	+র	মধুর
পো	+লা	পোলা
মাপ	+সই	মাপসই

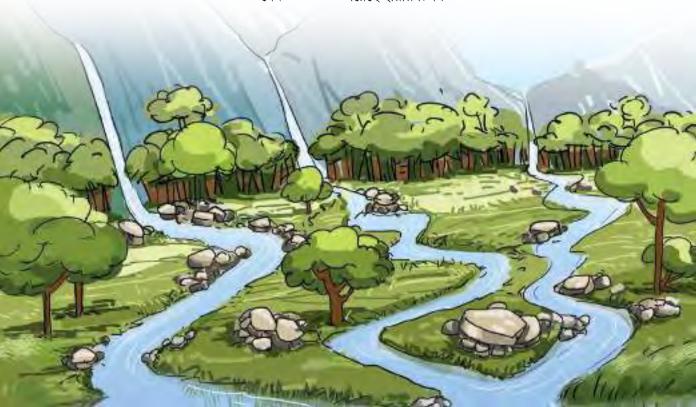
২য় পরিচ্ছেদ

শব্দদ্বিত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার প্রধান কবি। সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'সোনারতরী', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', 'কালান্তর', 'ডাকঘর' ইত্যাদি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নদী' কাব্যের কিছু অংশ সংকলিত হলো।

নদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদী	যত আগে আগে চলে
ততই	সাথি জোটে দলে দলে।
তারা	তারি মতো, ঘর হতে
সবাই	বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে	ঠুনুঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন	বাজিতেছে মল চুড়ি।
গায়ে	আলো করে ঝিকিঝিক,
যেন	পরেছে হীরার চিক।



মুখে কলকল কত ভাষে

এত কথা কোথা হতে আসে।

শেষে সখীতে সখীতে মেলি

হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।

শেষে কোলাকুলি কলরবে

তারা এক হয়ে যায় সবে।

তখন কলকল ছুটে জল—

কাঁপে টলমল ধরাতল,

কোথাও নিচে পড়ে ঝরঝর—

পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,

শিলা খানখান যায় টুটে—

নদী চলে পথ কেটে কুটে।

ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো

তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।

কত বড়ো পাথরের চাপ

জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।

তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে

ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।

জলে পাক ঘুরেঘুরে ওঠে,

যেন পাগলের মতো ছোটে।

কোথাও ধু ধু করে বালুচর

সেথায় গাঙশালিকের ঘর।

সেথায় কাছিম বালির তলে

আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।

সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস

কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।

সেথায় দলে দলে চখাচখি

করে সারাদিন বকাবকি।

সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে

কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,

কভু কোথাও সে নাহি থামে।

সেথায় গহন গভীর বন,

তীরে নাহি লোক নাহি জন।

শুধু কুমির নদীর ধারে

সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।

বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,

ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।

কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,

তাহার গায়ে চাকাচাকা দাগ।

রাতে চুপিচুপি আসে ঘাটে,

জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,

নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।

তখন কানায় কানায় জল,

কত ভেসে আসে ফুল ফল।

ঢেউ হেসে ওঠে খলখল,

তরী করি ওঠে টলমল।

নদী অজগরসম ফুলে

গিলে খেতে চায় দুই কূলে।

আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে,

তখন জল যায় সরে সরে।

তখন নদী রোগা হয়ে আসে,

কাদা দেখা দেয় দুই পাশে।

বেরোয় ঘাটের সোপান যত

যেন বুকের হাড়ের মতো।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অজগরসম: অজগরের মতো। **টুটা:** ভাঙা।

কানায় কানায়: পরিপূর্ণ। **ধরাতল:** পৃথিবী।

গহন: নিবিড়। **মল:** পায়ের অলংকার।

চিক: গলায় পরার অলংকার। সোপান: সিঁড়ি।

৪.২.১ শব্দদ্বিত্ব খুঁজি

'নদী' কবিতায় এমন কিছু শব্দের প্রয়োগ আছে যেগুলো একই রকমের দুটি শব্দ দিয়ে তৈরি; যেমন কল+কল=কলকল। কিছু শব্দ আবার সামান্য বদলে ভিন্ন রকম হয়েছে; যেমন হেলা+হেলি=হেলাহেলি। আবার কিছু শব্দ পাশাপাশি দুইবার এসেছে; যেমন ঘুরে+ঘুরে=ঘুরে ঘুরে। কবিতাটি থেকে এই ধরনের অন্তত্ত দশটি শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঞ্চো মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

নলে দলে	সখীতে সখীতে	ঝিকিঝিক
গায়ে গায়ে	থরথর	ঝরঝর
খানখান	পড়ো-পড়ো	বড়ো বড়ো
ঝাঁকে ঝাঁকে	निद्य निद्य	তীরে তীরে

শব্দদ্বিত্ব

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের: ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব, অনুকার দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

ক. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ মিলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন, কোনো ধাতব পদার্থের সঞ্চো অন্য কিছুর সংঘর্ষে 'ঠন' ধ্বনি শোনা যায়। এই 'ঠন' একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। 'ঠন' শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে 'ঠন ঠন' ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হতে পারে। যেমন—টনটন, ছমছম।

কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ:

কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফাসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।

খ. অনুকার দ্বিত্ব

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। যেমন: অজ্ঞ-টজ্ঞ, চুপচাপ ইত্যাদি। অনুকার দ্বিতের দ্বিতীয় অংশে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

অজ্ঞ-টজ্ঞ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ম-বাগড়ম, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পসল্ল, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব

একই শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। যেমন: জ্বর জ্বর, হাতে হাতে ইত্যাদি। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন হতে পারে; যেমন:

পর পর, কবি কবি, ভালো ভালো, কত কত, হঠাৎ হঠাৎ, ঘুম ঘুম, উড়ু উড়ু, গরম গরম, হায় হায়। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিযুক্ত হতে পারে; যেমন:

হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে, মজার মজার, ঝাঁকে ঝাঁকে, চোখে চোখে, মনে মনে, সুরে সুরে, পথে পথে।

৪.২.২ কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব

নিচের বাক্যপুলোতে কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব ব্যবহৃত হয়েছে তা কারণসহ বলো। প্রয়োজনে সহপাঠীর সঞ্চো আলোচনা করে নিতে পারো।

- ক. কদিন ধরে আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে।
- খ. ঠাকুরমার ঝুলিতে অনেক **মজার মজার** গল্প আছে।
- গ. এ বয়সে মন **উড়ু উড়ু** হওয়াটাই স্বাভাবিক।
- ঘ. এখন থেকে তাকে **চোখে চোখে** রাখতে হবে।
- ঙ. রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও বিড়ালের চোখ **জ্বলজ্বল** করে।
- চ. কোনো বিষয়ে **বাড়াবাড়ি** করা ভালো নয়।
- ছ. কদিন আগেও তো তাদের মধ্যে গলাগলি দেখলাম!
- জ. লোকটি **হনহন** করে হেঁটে গেল।
- ঝ. **শনশন** বায়ু বইছে।
- ঞ. আজ হাড় কনকনে শীত!
- ট. **কবি কবি** চেহারা অমলের।

8.২.৩ শব্দদ্বিত দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের শব্দদ্বিত্বগুলো ব্যবহার করে বাক্য বানাও (যে কোনো দশটি):

কথায় কথায়, টাপুর টুপুর, রোজ রোজ, ঝমঝম, চুপচাপ, ছমছম, কনকনে, আশায় আশায়, ঘুম ঘুম, ঠুক ঠুক, ঢং, ঘর-টর, হায় হায়, ভুলটুল, ব্যাপার স্যাপার।

AICO ÁISH OLÍABA	<mark>র</mark> শব্দে ঘুম আসছিল না।	
<mark>রোজ রোজ</mark> একই ক	াজ করতে ভালো লাগে না।	
কিছুক্ষণের মধ্যেই	<mark>ঝমঝম</mark> করে বৃষ্টি শুরু হলো।	
<mark>চুপচাপ</mark> বসে থাকে	ল কাজ হবে না।	
ভয়ে আমার গ <mark>া ছম</mark>	<mark>।ছম</mark> করছে।	
উত্তরের হিমে ল বাগ	তাসে অনুভূত হচ্ছে <mark>কনকনে</mark> শীত।	
<mark>আশায় আশায়</mark> দিন	। কেটে যায়।	

৩য় পরিচ্ছেদ

বাক্য

৪.৩.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি

নিচের বাক্যগুলো পড়ো।

- ক. সিনথিয়া বই পড়ছে।
- খ. পাখিগুলো গাছের ডালে বসে সুমধুর স্বরে গান করছে।
- গ. সাদা-কালো ডোরাকাটা জামাটা ছিঁড়ে গেছে।
- ঘ. আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এদিকেই আসছেন।
- ঙ. সেলিম সাহেবের ছেলে পিয়াস সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।

উপরের বাক্যগুলোতে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তা বাম কলামে লেখো। আর তার উদ্দেশ্যে কী বলা হচ্ছে, তা ডান কলামে লেখো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

কী বলা হচ্ছে?
বই পড়ছে।
গাছের ডালে বসে সুমধুর স্বরে গান করছে।
ছিঁড়ে গেছে।
এদিকেই আসছেন।
সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

একটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য: কোনো বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন: জনি বই পড়ে। এই বাক্যে 'জনি' হলো উদ্দেশ্য।

বিধেয়: বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। আগের বাক্যে 'বই পড়ে' হলো বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঞ্চো এক বা একাধিক শব্দ যোগ করে বাক্যকে দীর্ঘ করা যায়। উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের সঞ্চো যুক্ত এসব শব্দকে প্রসারক বলে। উদ্দেশ্যের প্রসারক: 'জনি বই পড়ে।'—এই বাক্যে 'জনি'র আগে 'রনির ছোটো ভাই' যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: 'রনির ছোটো ভাই জনি বই পড়ে।' এখানে, 'রনির ছোটো ভাই' শব্দগৃচ্ছ উদ্দেশ্যের প্রসারক।

বিধেয়ের প্রসারক: 'জনি বই পড়ে।'—এই বাক্যে 'বই পড়ে'র আগে 'রোজ সকালে', 'টেবিলে বসে' যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: 'রনির ছোটো ভাই জনি রোজ সকালে টেবিলে বসে বই পড়ে।' এখানে 'রোজ সকালে' ও 'টেবিলে বসে' শব্দগুচ্ছ বিধেয়ের প্রসারক। বিধেয়ের প্রসারক অনেক সময়ে উদ্দেশ্যের আগেও বসতে পারে। যেমন, এই বাক্যটি এভাবেও বলা যেত: 'রোজ সকালে রনির ছোটো ভাই জনি টেবিলে বসে বই পড়ে।'

৪.৩.২ প্রসারক যোগ করি

নিচে কিছু বাক্য দেওয়া আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্যগুলোতে উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো।

১.	বাতাস বইছে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)
২.	সুমি কোথায় গেল? (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)
೨.	সিরাজউদ্দৌলা অল্প বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)
8.	পাখি ওড়ে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

¢.	সুন্দরবনের বাঘ কমে যাচ্ছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)
৬.	মামার দেওয়া কলমটি হারিয়ে গেছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)
٩.	গাছ লাগিয়েছি। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)
৮.	স্কুল ছুটি হবে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)
৯.	মানুষ সফল হয়। (উদ্দে শ্যে র প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)
20	় বাতাস ঠান্ডা। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

8.8.১ শব্দের মিল-অমিল খুঁজি

নিচের বাক্যপুলোতে দাগ দেওয়া শব্দপুলোর মধ্যে কী ধরনের মিল বা অমিল আছে, উল্লেখ করো।

- (ক) অন্য মানুষের অন্ন চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না।
- (খ) আশা করছি শীঘ্রই তাদের আসা হবে।
- (গ) কোন <u>সালে</u> <u>শাল</u> গাছপুলো লাগানো হয়েছে, জানি না।
- (ঘ) সাধ হলো তরকারির স্বাদ চেখে দেখি!
- (৬) লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করা কি কারো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে?

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ এক অথবা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন; এগুলোকে সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বানান ভিন্ন হয়, তবে উচ্চারণ এক হওয়ায় কানে শুনে এদের পার্থক্য করা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলে প্রসঞ্চা বিবেচনায় এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায়।

নিচে কিছু সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

∫অণু - ক্ষুদ্রতম অংশ	∫অর্ঘ - দাম	∫ইস্ত্রি - ধোপার যন্ত্র
অনু - পশ্চাৎ	অর্ঘ্য - পূজার উপকরণ	ব্সি - পত্নী
∫অন্ত - শেষ	∫অশ্ব - ঘোড়া	∫উদ্যত - প্রবৃত্ত
অন্তঃ - ভিতর	অশ্ম - পাথর	ীউদ্ধত - অবিনীত
∫অন্ন - ভাত	∫আঁশ - তন্তু	∫ওষধি - একবার ফল দেওয়া গাছ
অন্য - অপর	া আঁষ - আমিষ	িঔষধি - ভেষজ উদ্ভিদ
∫অন্যান্য - অপরাপর	∫আদা - মসলাবিশেষ	∫কটি - কোমর
অনন্য - একক	ীআধা - অর্ধেক	িকোটি - শত লক্ষ
∫অপত্য - সন্তান	∫আবরণ - আচ্ছাদন	∫কড়া - আংটা
বৈপথ্য - যা পথ্য নয়	<u> আভরণ - অলংকার</u>	কিরা - কৃত
∫অবিনীত - উদ্ধত	∫আভাস - ইঞ্জিত	∫কতক - কিছু
lঅভিনীত - অভিনয় করা	lআবাস - বাসস্থান	কৈথক - বক্তা
ৃ অবিহিত - অন্যায়	∫আশা - আকাঙ্কা	∫কমল - পদা
অভিহিত - কথিত	lআসা - আগমন	িকোমল - নরম

00
N
0
N
W.
∇
1
(<u>F</u>

কাচা - অপন্ধ কাচা - ধোয়া কাচি - কান্তে কাহি - মোটা দড়ি বিচা - কণ্টক চিত্ৰ - কুল্ কাচা - কণ্টক কাচা - কণ্টক কাচি - কল্টক কাচা - কণ্টক কাচি - কল্টক কাচা - কণ্টক কাচি - কল্টক কাচা - কণ্টক কাচা - কৰ্টক কাচা - ক্ৰিল কাচা - কৰ্টক কাচা - ক্ৰিল কাচন - ক	المالية	tera absolu	too or not
ক্ষিটি - কান্তে কাছি - মোটা দড়ি বিষয়ি - মোটা দড়ি কাটি - কণ্টক কাটা - ক্ল্যক কাটা - কণ্টক কাটা - কণ্টক কাটা - কণ্টক কাটা - ক্ল্যক কাটা - কণ্টক কাটা - ক্ল্যক কাটা - ক্ল্যক কাটা - কণ্টক কাটা - ক্ল্যক কাটা - ক্ল্যক কাটা - কণ্টক কাটা - ক্ল্যক কাটা -	₹		
কিছি - মোটা দড়ি কিটা - কণ্টক কাটা - ক্লাক কাটা - কণ্টক কাটা - ক্লাক কাটা - কল্টক কাটা - ক্লাক কাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাক কাটা - নাচ কাটা - ক্লাক কাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাক কাটা - ক্লাচ কাটা - নাচ কাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাক কাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাক কাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাটা - নাচ ক্লান - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাটা - ক্লাটা - নাচ ক্লান - ক্লাটা -		•	
কাঁচা - কণ্টক । চড় - চপেটাঘাত । চর - ভূমিবিশেষ । তারা - নক্ষত্র । তাড়া - ব্যস্ততা । কাঁদা - ক্রন্সন । চারা - ছোটো গাছ । তারা - তামরা । কাল - পাঁক । চাড়া - জেপে ওঠা । তারা - তামরা । কাল - পাঁত । কাল - পাঁত । ছাদ - চাল । দ্বা - দাঁত - বিষয়ক । ছার - অধম । দিন - দিবস দিন - দরিদ্র দুল - তীর । ছার - অধম । দিন - দরিদ্র দুল - তীর । ছার - অধম । দিন - দরিদ্র দুল - তীর । ছার - অধম । দিন - দরিদ্র দুল - তীর । ছার - অধম । দিন - দরিদ্র দুল - তীর । ছার - লালময় । দুল্গী - নারী সংবাদবাহক । দুল্গী - সফল । ছালা - মাটির বড়ো পাত্র । দুল্গী - নারী সংবাদবাহক । দুল্গী - নারী সংবাদবাহক । দুল্গী - নারী সংবাদবাহক । দুল্গী - নারী - প্রালা - আলা । দুল্গী - মাটির বড়া মাস । দুল্গী - ধরন - প্রকার । ধরণ - ধরা । ধরণ - প্রালা দুল্গী মাস । দেশ - নতুন নারী - প্রীলোক । নারী - নারী - নিরম । দিতা - ব্যহ্ম । দেশ - ক্রফাশীল । দাল - বর্ম । দাল - ব্যন্ত্রী - নার্চী - নারম । দাল - বর্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল - বর্ম । দাল - বর্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল - বর্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল - বর্ম । দাল - ব্যহ্ম । দাল	₹	2	(
কাটা - কর্তন চর - ভূমিবিশেষ তাড়া - বাস্ততা ক্রীদা - ক্রন্দন চারা - ছোটো গাছ তোড়া - গুছ তোরা - তোমরা ক্রাক্র - পাখিবিশেষ হাড়া - জেগে ওঠা তোরা - তোমরা ক্রাক্র - পাখিবিশেষ হাড়া - জেগে ওঠা তারা - তোমরা ক্রাক্র - পাখিবিশেষ হাড়া - তাল দন্তঃ - দাঁত - বিষয়ক ক্রাক্র - বংশ হাড়া - তাগা দ্রার - অধম দিন - দিবস দ্রার - অধম দিন - দরিদ্র ক্রাক্র - আবার হয়েছে হাড়া - বালক দ্রার - অধম দ্রার - দরিদ্র ক্রাক্র - আবার হয়েছে হাড়া - বালক দ্রার - অধম দ্রার - দরিদ্র দ্রার - তারা দ্রার - তারা দ্রার - তারা দ্রার - কালা দ্রার দ্রার - কালা দ্রার - কালা দ্রার দ্রার - কালা দ্র			•
কাদা - ক্রন্দন বিদা - পাঁক চাদা - পাকত ছাদ - চাল দ্বাদ্য - পাঁত দ্বাদ্য কৰা হয়েছে ক্রিত - থা করা হয়েছে ক্রিত - কালা ছেড়া - নিক্রেপ করা দ্বাদ্য দুত্তী - নারী সংবাদবাহক দুর্গতি - কাজ ক্রিতা - সফল ছিলা - জলাশয় দুর্গতি - আলো দুর্গত্ত - আলো দুর্গত্ত - আলো দুর্গত্ত - আলো দুর্গত্ত - কাজ ক্রিতা - সফল ছিলা - মাটির বড়ো পাত্র দ্বাদ্য - পাণ্ড - পাণ্ড - পাণ্ড - পালা - মাটির বড়ো পাত্র দ্বাদ্য - থাইন - থাইন কাপড় ছিলা - মাটির বড়ো পাত্র দ্বাদ্য - থাইন - থাইন কাপড় ছিলা - মাটির বড়ো পাত্র দ্বাদ্য - থাইন - থাইন কামানোর অস্ত্র ছিলা - মাটির বড়ো পাত্র দ্বাদ্য - থাইন বড়ার নালা দ্বাদ্য দ্বাদ্য - থাইন কামানোর অস্ত্র ছিলা - মাটির বড়া সাস দ্বাদ্য - পান্ত - থাকাশ নিব - নতুন নাজা দ্বাদ্য - কাহিন ক্রিত - বালা দ্বাদ্য নালা নিত - ব্রাজ দ্বাদ্য - কাহিন ক্রিত - বালা দ্বাদ্য নালা - ক্রাম নালা - কুলবিশেষ দ্বাদ্য - বালা দ্বাদ্য নালিত - নাজ নাড় - নারা - প্রাত্তা - নাচ দ্বাদ্য - বড়া - বালা বিত্য - বালা দ্বাদ্য - বালা দ্বাদ্য - নাচ - নাচ দ্বাদ্য - ব্যাহ্য নাচ - ব্যাহ্য - বালা - বর্ম - বাল্য - বর্ম - ব্রাল্য - ব্রালাক - ব্রাল্য - ব্রাল্য - ব্রাল্য - ব্রাল্য - ব্রালাক - ব্রালাক -	₹	₹	∫তারা - নক্ষত্র
কাদা - পাঁক কাষ - পাখিবিশেষ কাঁখ - কোল কাঁখ - কোল ক্লি - কাখিবিশেষ কাঁখ - কোল ক্লি - বংশ কুল - বংশ কুল - তীর ক্লি - তাগ হার - অধম ক্লি - দরিদ্র ক্লি - বাকক হার - তাগ হার - অধম ক্লি - দরিদ্র ক্লি - বালক হার - তাল ক্লি - তালা কুত্ত - উপকার স্বীকারকারী কৃতত্ব - উপকারীর ক্ষতিকারী ক্লিল - কাঁদ কৃত্তী - কাজ কৃত্তী - সফল ক্লিল - ফাঁদ ক্লিল - কাঁদ কৃতী - সফল ক্লিল - ফাঁদ ক্লিল - তালা ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - যত্রণা ক্লিল - তালা ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - যত্রণা ক্লিল - তালা ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - যত্রণা ক্লিল - কাজ ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - মাটির বড়া পাত্র ক্লাল - মাটির বড়া পাত্র ক্লাল - যত্রণা ক্লিল - কাজ ক্লাল - মাটির বড়ো পাত্র ক্লাল - মাটির বড়া মাস ক্লাল - মালা ক্লাল - কালা ক্লাল - মালা কলাল - মালা কলবেষ্ট্ত ভ্লাল কলবেষ্ট্ত ভ্লাল কলবেষ্ট্ত ভ্লাল কলবেষ্টিত - নারী কলি - নারিয কলবেষ্টত ভ্লাল কলা কলা - কলিক কলিক কলিল - কলিক কলিক কলবেষ্টত ভ্লাক কলবেষ্	কোটা - কর্তন	lচর - ভূমিবিশেষ	l তাড়া - ব্যস্ততা
কাক - পাখিবিশেষ কাঁখ - কোল কাক - কাশিথিবশেষ কাঁখ - কোল ক্লি - বংশ কুল - বংশ কুল - বংশ কুল - তীর ক্লিত - তীর ক্লিত - তাগ কুল - তীর ক্লিত - কান কুল - তীর ক্লিত - কান ক্লিত - কান ক্লিত - কান কুল - তীর ক্লিত - কান ক্লিত - কান কুল - উপকার স্বীকারকারী কৃতদ্ধ - উপকারীর ক্ষতিকারী কৃতদ্ধ - উপকারীর ক্ষতিকারী কৃত্য - কামল কৃতী - সফল ক্লিতা - কাজ কৃতী - সফল ক্লিতা - কাল - কাদি ক্লিতা - কাল - কাদি ক্লিতা - কাল ক্লিতা - কাল - কাদি ক্লিতা - কাল - কাদি ক্লিতা - কাল ক্লিতা - নাল কল	∫কাঁদা - ক্রন্দন	∫চারা - ছোটো গাছ	∫তোড়া - গুচ্ছ
ক্রিখ - কোল ক্রিখ - কাল ক্রিল - বংশ কুল - বংশ কুল - তীর ক্রিল - তাগ হ্রিল - তাগ হ্রিল - তাপ হ্রিল - তাপ ক্রিল - দিরস ক্রিল - দিরস ক্রিল - কাল ক্রেড়া - নালক ক্রেড়া - নিক্রেপ করা ক্রিল - জলবেষ্টিত ভূখণ্ড ক্রেড়া - নিক্রেপ করা ক্রেড়া - নিক্রেপ করা ক্রেড়া - নিক্রেপ করা ক্রেড়া - নারী সংবাদবাহক ক্রেড়া - কালা ক্রেল - কালা	বিদা - পাঁক	চাড়া - জেগে ওঠা	l তোরা - তোমরা
কুল - বংশ কুল - তীর কুল - তাল কুল	∫কাক - পাখিবিশেষ	∫ছাঁদ - আকৃতি	∫দন্ত - দাঁত
কুল - তীর কৃত - যা করা হয়েছে ক্রিত - কেনা কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী কৃতজ্ঞ - উপকারর ক্ষতিকারী কৃতজ্ঞ - উপকারর ক্ষতিকারী কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - সফল ক্রিত - কাজ কৃতি - সফল ক্রিত - কাজ ক্রিত - কাল ক্রিত - কাল ক্রিত - কাজ ক্রিত - কাল ক্রিত - কামানোর অস্ত্র ক্রিত - কামানার অস্ত্র ক্রিত - কাল ক্রিত - কামানার অস্ত্র ক্রিত - কাল ক্রেত - কাল ক্রিত - কাল ক্রেত - কাল ক্রিত - কাল ক্রেত - কাল ক্রে	বৈশ্য - কোল	ছাদ - চাল	দিন্ত্য - দাঁত-বিষয়ক
কুল - তীর কৃত - যা করা হয়েছে ক্রিত - কেনা কৃত - যা করা হয়েছে ক্রিত - কেনা কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী কৃতজ্ঞ - উপকারর ক্ষতিকারী কৃত্য - কাজ কৃত্তী - কাজ কৃত্তী - সফল ভাল - ফাঁদ ভাল - উত্তাপ ভাল - মাটির বড়ো পাত্র ভাল - মাটির বড়া পাত্র ভাল - মাটির বড়া পাত্র ভাল - মালা ক্ষর - তীব্র ভাল - মালা ক্ষর - কাপড় ভাল - মালা ভাল - মালা ভাল - মালা ক্ষর - কামানার অপ্ত ভালা ভালা - মালা ভালা	[কুল - বংশ	(ছাড় - ত্যাগ	[দিন - দিবস
কৃত - যা করা হয়েছে ক্রিত - কেনা হিছা - বালক হিছা - নিক্ষেপ করা কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী কৃতজ্ঞ - উপকার স্বাকিকারী কৃত্য - কাজ কৃতী - সফল ভাল - ফাঁদ কৃতী - সফল ভাল - উভাপ ত্বাল - উভাপ ত্বাল - উভ্জ্বল ত্বাল - কাণ্ড ত্বাল - মাটির বড়ো পাত্র ত্বাল - মাল্য ত্বাল - মান্য ত্বাল - কামান্য ত্বাল - মাল্য ত্বাল - ম	(· ·	ছার - অধম	বিীন - দরিদ্র
ক্রীত - কেনা হিছা্ড়া - নিক্ষেপ করা ত্বিত্ত জন উপকার স্বীকারকারী কৃত্ত লন্ড - উপকার স্বীকারকারী কৃত্ত লন্ড - উপকার স্বীকারকারী কৃত্ত লন্ড জলা - জলাশয় জ্বালা - পাড়া কৃত্তি - কাজ ক্বিলা - মাটির বড়ো পাত্র জ্বালা - মাটির বড়ো পাত্র জ্বালা - মাটির বড়ো পাত্র জ্বালা - মাটির বড়ো পাত্র ক্বেম - হিংসা ক্বিলন - কাপড় ক্বালা - কাপড় ক্বিলন - কামানোর অস্ত্র ক্বিলন - কামানার ক্রেলা ক্বিলন - কামানার ক্রেলা ক্বিলন - কামানার ক্রিলাক ক্বালা - কাহিনি ক্বিলা - কাহিনি ক্বিলা - ব্রাল্য ক্বিলা - কাম্বালা ক্বিলা - ক্রাল্য ক্রিলা - ক্রাল্য ক্রিলাল ক্রালাল ক্	~	(ছোঁড়া - বালক	[দীপ - প্রদীপ
কৃতির - উপকারীর ক্ষতিকারী কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - সফল খিড় - তৃণ খার - তীব্র খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - পারর পায়ের অংশ ক্রের - পারর পায়ের অংশ ক্রের - কামানোর অস্ত্র গার্ন - বাংলা দিতীয় মাস গাঁ - প্রাম গাঁ - প্রাম গাঁ - গ্রাম গাঁ - কাহিনি গাঁখা - কাহিনি গাঁখা - গর্দভ গাঁখা - ম্কুলবিশেষ গাঁলা - ব্যাখা বিল্যান - কাহিনি গাঁণা - মুল অংশ গাঁলা - মুল অংশ গাঁলা - মুল অংশ গাণা - কাহিদি গাঁণা - মুল অংশ গাণা - ব্যাণা ব্যান - কাহ্ন ব্যাণা - মূল অংশ গাণা - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্য	('.	(₹
কৃতির - উপকারীর ক্ষতিকারী কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - কাজ কৃতি - সফল খিড় - তৃণ খার - তীব্র খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - কাপড় খাদর - পারর পায়ের অংশ ক্রের - পারর পায়ের অংশ ক্রের - কামানোর অস্ত্র গার্ন - বাংলা দিতীয় মাস গাঁ - প্রাম গাঁ - প্রাম গাঁ - গ্রাম গাঁ - কাহিনি গাঁখা - কাহিনি গাঁখা - গর্দভ গাঁখা - ম্কুলবিশেষ গাঁলা - ব্যাখা বিল্যান - কাহিনি গাঁণা - মুল অংশ গাঁলা - মুল অংশ গাঁলা - মুল অংশ গাণা - কাহিদি গাঁণা - মুল অংশ গাণা - ব্যাণা ব্যান - কাহ্ন ব্যাণা - মূল অংশ গাণা - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্যান - ব্যাণা ব্য	(কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী	(জলা - জলাশয়	[দৃতী - নারী সংবাদবাহক
কৃতি - কাজ কৃতী - সফল খিল - উত্তাপ খিল - বিল্লা খিল - উত্তাপ খিল - বিল্লা খিল - ধাল খিল - বাল খিল খিল - বাল খিল খিল - ধাল খিল নিল - বাল খিল নিল - বাল খিল বিল - বাল খিল খিল - বাল খিল খিল নিল - বাল খিল নিল - বাল খিল খিল নিল - বাল খিল বিল - বাল খিল খিল নিল - বাল খিল বিল বিল বিল বিল বিল বিল বিল	(-	জিলা - পোড়া	7 ~
কৃতী - সফল খিড় - তৃণ খিজ - তৃণ খিল - উত্তাপ খিল - তৃণ ভিল - তৃণ ভিল - ত্বাল ভিল	(কৃতি - কাজ	(জাল - ফাঁদ	[দৃপ্ত - বলিষ্ঠ
খির - তীব্র খিদর - কাপড় খিদের - কাপড় খিদের - গ্রাহক খিদর - প্রাহক খিদর - প্রাহর খিদর - প্রাহক খিদর - প্রাহর খিদর - প্রাহর খিদর - প্রাহর খিদ্ধর - পারের অংশ খিদর - কামানোর অস্ত্র খিদ্ধর - কামানোর অস্ত্র খিদ্ধর - কামানোর অস্ত্র খিদ্ধর - কামানোর অস্ত্র খিদ্ধর - কামানার ভিজ্যত্ত - বাংলা দ্বিতীয় মাস খিদ্ধর - বাংলা দ্বিতীয় মাস খিদ্ধর - কামান ভাম	কৃতী - সফল	জ্বিল - উত্তাপ	দীপ্ত - উজ্জ্বল
খিদ্দর - কাপড় খিদ্দর - গ্রাহক খিদ্দর - গ্রাহর খিদ্দর - শক্তি খিদ্দর - কামানোর অস্ত্র খিদ্দর - কামানোর অস্ত্র খিদ্দর - গ্রাহর গ্রাহ্ম - বাংলা দ্বিতীয় মাস খিন্ম - গ্রাহম গা - শরীর গা - গ্রাহম গাল - কাহিনি গালা - কাহিনি গালা - গ্রাহন গালা - গ্রাহন গালা - গ্রাহন খিকা - বালা খিকা - নারী - প্রীলোক নাড়ি - শিরা গালা - ফুলবিশেষ খিলা - বালা খিলা - বালা খিলা - কাহা খিলা - ধাহা খিলা - কাহা খিলা - ধাহা খ	(খড় - তৃণ	∫জালা - মাটির বড়ো পাত্র	∫দেশ - রাজ্য
খিদ্দের - গ্রাহক খির - প্রাণী খির - প্রাণ্ খ্রর - পশুর পায়ের অংশ ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র গর্ব - অহংকার গর্ভ - বেড়া গর্ভ - পেট গর্জ - বাংলা দিতীয় মাস গ্রান - শরীর গ্রান - শরীর গ্রান - বাংলা দিতীয় মাস গ্রান - বাহাম গ্রান - কাহিনি গ্রাথা - কাহিনি গ্রাথা - গ্রন্থন গ্রাধা - গর্ম গ্রাম গ্রম গ্রাম গ্রম	খির - তীব্র	জ্বিলা - যন্ত্ৰণা	দ্বিষ - হিংসা
খুর - পশুর পায়ের অংশ ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র গর্ব - অহংকার গর্ভ - পেট গর্ভ - পেট গ্রিল - শরীর গাঁ - প্রাম গ্রিল - কাহিনি গাঁথা - গ্রন্থন গাঁখা - গর্দভ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁড়া - মুল অংশ গাড়া - মুল অংশ গাড়া - বড়ো কলসি গাড়া - বড়ো কলসি গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বড়া কলসি গ্রিল - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বড়া কলসি গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বাদ্যযাত্র গাত্ব - বাদ্যযন্ত্র গাত্ব - বাদ্যযাত্র গাত্ব - বাদ্	(খদ্দর - কাপড়	[জিভ - জিহ্বা	[ধরণ - ধরা
ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র বিজাড় - জোড়া বিদ্যা - ধৌয়া গ্রের্ব - অহংকার গর্ভ - পেট কিল্যুন্ত - বাংলা দ্বিতীয় মাস গ্রের্বাচ - আলা গ্রাম বিত্ত - বিরাম গ্রাম - কাহিনি গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - কাহিনি গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - গর্বাছন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহ্ন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহিন গ্রামা - কাহ্ন নিত্র - প্রাম্রমা গ্রামা - কাহ্ন নিরস্ত্র - কান্তর্হীন গ্রামা - কাহ্ন গ্রামা - কাহ্ন গ্রামা - কাহ্ন নিরস্ত্র - কান্তর্হীন নিরস্ত্র - কান্তর্হীন	খিদ্দের - গ্রাহক	জীব - প্রাণী	ধিরন - প্রকার
ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র (জাড় - জোড়া (ধূম - ধোঁয়া গর্ব - অহংকার গর্ভ - পেট (জ্যুষ্ঠ - বাংলা দ্বিতীয় মাস গাঁ - শরীর গাঁ - গ্রাম গাঁ - গ্রাম গাঁথা - কাহিনি গাঁথা - গ্রন্থন গাঁথা - গর্বভন গাঁধা - গর্মভ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - মূল অংশ গাঁড়া - রক্ষণশীল গ্রাড় - বাদ্যযন্ত্র গিজাড় - বাড়া গাড়া - বড়া কলসি গাড়া - বড়া কলসি তিকা - বাদ্যযন্ত্র গিজাড় - বড়া কলসি তিজাড় - বড়া গালা ভিজাড় - বড়া ভিকা - বালা ভিকা -	[খুর - পশুর পায়ের অংশ	(জোর - শক্তি	(ধুম - প্রাচুর্য
গ্রন - অহংকার গর্ভ - পেট গ্রিলাক - প্রান্ত - বাংলা দ্বিতীয় মাস গ্রান - শরীর গ্রান - গ্রাম গ্র	((জোড় - জোড়া	(
গা - শরীর গাঁ - গ্রাম থিত - বিরাম গাঁ - গ্রাম গাঁথা - কাহিনি গাঁথা - গ্রন্থন গাঁথা - গ্রন্থন গাঁথা - গর্মন গাঁধা - গর্মন গাঁধা - গর্মন গাঁধা - ফুলবিশেষ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - মূল অংশ গাঁড়া - রক্ষণশীল থিড়া - বড়ো কলসি গাঁত - বাদ্যযন্ত্র বিজ্ঞান - ব্যান্থা নিত্য - প্রতিদিন নৃত্য - নাচ থিড়া - বড়ো কলসি	্গর্ব - অহংকার	(জ্যেষ্ঠ - বড়ো	(ধায়া - ধৌত
গা - শরীর গাঁ - গ্রাম থিত - বিরাম গাঁথা - কাহিনি গাঁথা - গ্রন্থন গাঁথা - গ্রন্থন থ্রার - বটের শিকড় গাঁধা - গর্দভ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁড়া - ন্র্ল্রণশীল থাল - বর্ম থাল - বাদ্যযন্ত্র থিক - বাদ্যযন্ত্র থিক - আকাশ নব - অত্নন্ধ নারি - আকাশ নারি - নারী - স্ত্রীলোক নাড়ি - শিরা নিতি - নেরাজ নীতি - নিয়ম বিজ্য - প্রতিদিন নৃত্য - নাচ থিড়া - বড়ো কলসি থিল - বাদ্যযন্ত্র নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন	গৈৰ্ভ - পেট	জ্যৈষ্ঠ - বাংলা দ্বিতীয় মাস	(ধোঁয়া - ধূম্র
গাঁ - গ্রাম যতি - বিরাম নব - নতুন গাথা - কাহিনি বুজি - চাঙাড়ি নারী - স্ত্রীলোক নাড়ি - শিরা বুজিন - বটের শিকড় নাড়ি - শিরা গাধা - গর্দভ টিকা - রোগ প্রতিরোধক নিতি - রোজ নীতি - নিয়ম গোড়া - মূল অংশ ডাল - শাখা নিত্য - প্রতিদিন নৃত্য - নাচ ঘড়া - বড়ো কলসি ডাক - বাদ্যযন্ত্র নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন	(গা - শরীর	(জ্যোতি - আলো	=:
গাথা - কাহিনি গাঁথা - গ্ৰহন থাঁথা - গ্ৰহন থাঁথা - গ্ৰহন থাঁথা - গৰ্ভ গাঁধা - গৰ্ভ গাঁদা - ফুলবিশেষ থাঁকা - ব্যাখা থালি - নিয়ম গাড়া - মূল অংশ থাঁড়া - বক্ষণশীল থাল - বর্ম থাকি - বাদ্যযন্ত্র থাকি - আব্রহীন	*	্ যিতি - বিরাম	{
িগাঁথা - গ্রন্থন বুরের - বটের শিকড় নাড়ি - শিরা গাধা - গর্দভ গাঁদা - ফুলবিশেষ টিকা - ব্যাখা নীতি - নিয়ম গোড়া - মূল অংশ গাঁড়া - রক্ষণশীল ঘড়া - বড়ো কলসি বিজ্ঞান বাদ্যযন্ত্র নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন		(ঝড়ি - চাঙাড়ি	
গাধা - গর্দভ গাঁদা - ফুলবিশেষ টীকা - ব্যাখা গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - মূল অংশ গাঁড়া - রক্ষণশীল ঘড়া - বড়ো কলসি গাঁধা - বাদ্যযন্ত্র বিহন্ত - বাজ নিরস্ত - অস্ত্রহীন	₹	(°`	
গাঁদা - ফুলবিশেষ টীকা - ব্যাখা গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - ফুলবিশেষ গাঁদা - মূল অংশ গাঁদা - বক্ষণশীল গাঁদা - বক্ষণশীল ঘড়া - বড়ো কলসি গাঁদা - ব্যাখা নিত্য - প্রতিদিন নৃত্য - নাচ ঘড়া - বড়ো কলসি গাঁদা - ব্যাখা নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন			
(গাড়া - মূল অংশ	1	₹	1
গোঁড়া - রক্ষণশীল ্বিল - বর্ম ্বিড়া - বড়ো কলসি ্বিজ - বাদ্যযন্ত্র ্বিরস্ত্র - অস্ত্রহীন			
্ঘড়া - বড়ো কলসি (ঢাক - বাদ্যযন্ত্র ্নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন	~	₹	₹
	_		
lগড়া - তৈরি করা	গড়া - তৈরি করা	ডাক - যোগাযোগ ব্যবস্থা	নিরস্ত - ক্ষান্ত

(নীড় - পাখির বাসা বোণ - শর শেব - লাশ ∖নীর - পানি সিব - সকল lবান - বন্যা পেটল - অধ্যায় (বাণী - কথা (শয্যা - বিছানা lপটোল - সবজিবিশেষ বানি - গয়নার মজুরি (পদ্য - কবিতা (বিত্ত - ধন বৈত্ত - গোলাকার lপদ্ম - কমল (পরা - পরিধান করা (বিনা - ব্যতীত পিড়া - পাঠ বীণা - বাদ্যযন্ত্ৰ বি**শে**ষ (পরিচ্ছদ - পোশাক [বিশ - ২০ সংখ্যা পিরিচ্ছেদ - অধ্যায় বিষ - গরল (পাট - উদ্ভিদবিশেষ ∫বিস্মিত - চমৎকৃত পাঠ - পড়া বিস্মৃত - ভুলে যাওয়া (পার - তীর 'বোঁজা - বন্ধ পাড় - প্রান্ত বোঝা - ভার [পিঠ - পৃষ্ঠ ভাষা - কথা \পীঠ - স্থান lভাসা - ভেসে থাকা (মতি - বুদ্ধি (পুরি - লুচি পুরী - নিকেতন মোতি - মুক্তা (প্রসাদ - অনুগ্রহ [মরা - মৃত প্রিসাদ - বড়ো দালান মড়া - সৃতদেহ [ফোঁটা - বিন্দু (মাস - ৩০ দিন মাষ - ডালবিশেষ ফোটা - প্রস্ফুটিত বৈষা - ঋতু 'মুখ - বদন বৈৰ্শা - অস্ত্ৰবিশেষ lসুক - বোবা (মূর্খ - জ্ঞানহীন (বা - অথবা lবাঁ - বাম ****মৃখ্য - প্রধান (মোড়ক - আচ্ছাদনী বোক - কথা বাঁক - বাঁকা lমড়ক - মহামারী (বাইশ - ২২ সংখ্যা (যজ্ঞ - উৎসব যোগ্য - উপযুক্ত lবাইস - ধারালো যন্ত্র (বাধা - বিঘ্ন (যুগ - কাল বাঁধা - বন্ধন lযোগ - মিলন বোড়ি - ঘর লিক্ষ - শত সহস্ৰ বারি - পানি lলক্ষ্য - উদ্দেশ্য

সৈজ্জা - সাজ [শর - তির \স্বর - সূর [শরণ - আশ্রয় lস্মরণ - স্মৃতি (স্বাদ - আস্বাদ সাধ - ইচ্ছা [শাপ - অভিশাপ সাপ - সর্প শোল - গাছবিশেষ lসাল - বছর [শিকার - মৃগয়া স্বীকার - মেনে নেওয়া শ্রেচি - পবিত্র সিচি - তালিকা শোনা - শ্রবণ করা মোনা - স্বর্ণ সের্গ - অধ্যায় ষৈৰ্গ - বেহেশত (সম্প্রতি - আজকাল lসম্প্ৰীতি - সদ্<u>ভা</u>ব {সাক্ষর - অক্ষর সংবলি**ত** ষাৈক্ষর - দস্তখত [সাধু - সৎ ীস্বাদু - স্বাদযুক্ত (হাড় - অস্থি lহার - গলার মালা

8.8.২ সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের দশ জোড়া সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য তৈরি করো। এমনভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে যাতে একটি বাক্যেই শব্দজোড়গুলো থাকে। যেমন—আদা ও আধা ব্যবহার করে বানানো বাক্য: আধা কেজি আদা কিনলাম।

কাঁচা ও কাচা, কাঁদা ও কাদা, দিন ও দীন, দীপ ও দ্বীপ, বিত্ত ও বৃত্ত, নভ ও নব, শব ও সব, শয্যা ও সজ্জা, শোনা ও সোনা, হার ও হাড়।

্রা	ইস <mark>া কাঁচা</mark> রঙের কাপরটিকে ডিটারজেন্ট দিয় <mark>ে কাচা</mark> শুরু করল।
0	
×	হিন <mark>কাদা</mark> মাটিতে পড় <mark>ে কাঁদা</mark> শুরু করল।
তু	ম <mark>ি দীন</mark> মানুষদেরকে অনেক <mark>দিন ধ</mark> রে সাহায্য করছো।
C	ন্টমার্টিন <mark>দ্বীপে</mark> রাতের <mark>দীপ জ্বা</mark> লিয়ে সবাই মিলে গল্প করতাম।
6	
19	<mark>ত্ত্বান লোকেরা তাদের চাহিদা <mark>বৃত্তের</mark> মধ্যে রাখতে পারে না।</mark>
ৃত	াজ সন্ধ্যায <mark>় নব</mark> চাঁদ <mark>নভতে</mark> দেখা যাচ্ছে।
_	াজ সন্ধ্যায <mark>় নব</mark> চাঁদ <mark> নভতে</mark> দেখা যাচ্ছে।
-	াজ সন্ধ্যায <mark>় নব</mark> চাঁদ <mark>নভতে</mark> দেখা যাচ্ছে। ব দেখার জন্য এলাকার <mark>সব মানুষ উপস্থিত হয়েছে।</mark>
-	
*	
*	<mark>ব</mark> দেখার জন্য এলাকার <mark> সব মানুষ উপস্থিত হয়েছে।</mark>
- x	<mark>ব</mark> দেখার জন্য এলাকার <mark> সব মানুষ উপস্থিত হয়েছে।</mark>
*	<mark>ব দেখার জন্য এলাকার সব মানুষ উপস্থিত হয়েছে।</mark> <mark>য্যাকে রাইসা সজ্জা করে রেখেছে।</mark>

৫ম পরিচ্ছেদ

বানান ও অভিধান

শব্দে বর্ণের বিন্যাসকে বানান বলে। প্রতিটি শব্দের সুনির্দিষ্ট বানান থাকে। লিখিত ভাষায় শব্দের এই সুনির্দিষ্ট বানান অনুসরণ করতে হয়।

অভিধান এমন একটি বই যেখানে কোনো ভাষার যাবতীয় শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, গঠন, উৎস, ব্যবহার ইত্যাদি সংকলিত হয়। অভিধানের শব্দগুলো বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকে।

৪.৫.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই

বাংলা বর্ণমালায় বর্ণপুলো যেভাবে সাজানো থাকে, অভিধানে বর্ণের ক্রম তার থেকে একটু ভিন্ন। অভিধানে বর্ণের ক্রম নিয়রপ:

অআইঈউউঋএঐওঔং ৪°

কখগঘঙচছজ বা ঞ টঠডড়ঢঢ়ণত (९) থদধনপফবভমযয়রলশষসহ।

নিচের বাম কলামের শব্দগুলোকে অভিধানের বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে ডান কলামে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি করে দেখানো হলো।

এলোমেলো শব্দ	বৰ্ণক্ৰম অনুযায়ী সাজানো শব্দ
তাল পাটি দই আতা জাহাজ টমেটো শশা	আতা জাহাজ টমেটো তাল দই পাটি শশা
কাক কৃতজ্ঞ কোল কৌতুক কুলা কলা	কলা, কাক, কুলা, কৃতজ্ঞ, কোল, কৌতুক।
তিসি তুলনা তুলা তাল তারুণ্য	তারুণ্য, তাল, তিসি, তুলনা, তুলা
পরিবর্তন একতা ভয় আজ শহর গ্রাম	আজ, একতা, গ্রাম, পরিবর্তন, ভয়, শহর
জুঁই ঝাল চাঁদ জামা জাঁতা চিল ছাল চাই	চাঁদ, চাই, চিল, ছাল, জামা, জাঁতা, জুঁই, ঝাল
নকশা নির্ভয় নিঃশঙ্ক নিঃসংকোচ নিষ্পেষণ নিদ্রা	নকশা, নিঃশঙ্ক, নিঃসংকোচ, নিদ্রা, নির্ভয়, নিষ্পেষণ
রাক্ষস ব্যয় স্বাধীনতা স্বার্থ সার্থক ভ্রাতা শ্মশান রশ্মি	ব্যয়, ভ্রাতা, রশ্মি, রাক্ষস, শ্মশান, সার্থক, স্বাধীনতা, সার্থ

৪.৫.২ বানান ঠিক করি

নিচে কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ দেওয়া হলো। কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তিনি ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামের একটি যুক্তিবাদী সংগঠনের সঞ্চো যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'সঞ্চয়ন', 'সেই পথ লক্ষ্য করে', 'আলোকবিজ্ঞান' ইত্যাদি। নিচের লেখায় কিছু শন্দের বানান পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। শন্দগুলো সবুজ রঙে চিহ্নিত করা আছে। এসব শন্দের বানান অভিধানের সহায়তা নিয়ে ঠিক করো।

শিক্ষা-প্রসজো কাজী মোতাহার হোসেন

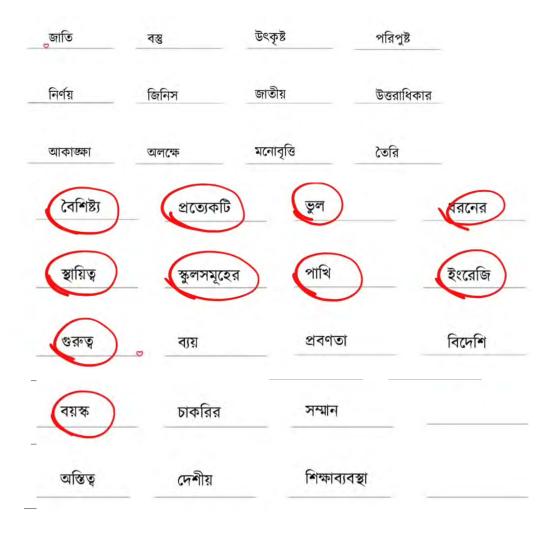
কোন জাতী কতটা সভ্য, তা নির্নয় করবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যাবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এ সবের ভিতর দিয়ে জাতির আশা-আকাংখা পরিস্ফুট হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ করা যায়; এবং কর্মক্ষমতা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট, এক কথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঞ্চো পরিচয় ঘটে। জাতিয় ঐতিহ্য অবশ্যই অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানের চেষ্টায় পরিপুষ্ট হয়। তাছাড়া এর ভবিষ্যুৎ স্থায়ীত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর ও নওজোয়ানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।

মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এর আগে পিতামাতার মনবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈহিক দোষপুণ প্রভৃতির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধীকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়ঙ্কদেরও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই ধরনের শিক্ষার অস্তিত্ত নেই বললেই চলে। ফলে, অনেক দম্পতিকেই সারা জীবন শিশুর পরিবেশ-সৃষ্টি এবং বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থায় অসংখ্য ভূল করে শেষ জীবনে পস্তাতে দেখা যায়।

উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের শিশুর শিক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বয়সে অনেক শিশু স্কুলে একত্র জড়ো হয়ে খেলাধুলা করে, নক্সা আঁকে, কাঠের বা মোটা কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন বা আকৃতি তৈরী করে; চিত্র-বিচিত্র বইয়ের ছবি দেখে, কাঠের অক্ষর দিয়ে খেলা করতে করতে শব্দ তৈরি করতে শেখে, বস্তূ গণনা করতে করতে সংখ্যার ধারণা লাভ করে, আশে-পাশের সাধারণ জিনিষ ও পশু-পাখীর নাম শেখে, মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সহজে ও স্বাধীনভাবে তাদের আপন আপন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর চর্চা হতে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরা ধৈর্য্য ধরে অনেকটা অলক্ষ্যে প্রত্যুকটি শিশুর বিশেষ প্রবন্তা লক্ষ করে সেইসব দিকে ওদের বিকাশ লাভের সুযোগ করে দেন। এইভাবে, বেত ও ধমকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আনন্দের সঞ্চো শিক্ষা লাভ করে। আমাদের দেশে এর কত্রকটা আরম্ভ হয়েছে।

আমরা বিলেতি পদ্ধতির স্কুলে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে ইংরেজী বোল শেখাচ্ছি, আর এইসব ছেলেমেয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজেদেরকে দেশের লোকের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখছে। এতে উক্ত স্কুলসমুহের পরিচালকদের অর্থাগমের সুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেরা দেশের লোকের কাছে পর বনে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের বাল্য শিক্ষার কোনো প্রকার ব্যবস্থা না থাকাতেই দেশের বড়োলোকেরা বহু অর্থ ব্যায় করে এই ধরনের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা মস্ত অজুহাত পেয়েছেন। আসল কথা, যতদিন আমরা মাতৃভাষাকে সন্মান দিতে না পারব, যতদিন আমরা বিদেশী ভাষাকেই উচ্চ চাকুরির সোপান বলে জানব, যতদিন আমাদের কাজে দেশিয় ঐতিহ্যের চেয়ে বৈদেশিক চাকচিক্যই অধিক মনোহর বলে বোধ হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কার নিরর্থক হয়েই থাকবে।

অভিধান দেখে বানানগুলো ঠিক করে নিচে লেখো।



যে কোনো শব্দের বানান নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে অভিধান দেখে ঠিক করে নেওয়া যায়।